

মিথ্যার বেসাতি :

নীল আর্মস্ট্রং-এর মুসলিম হয়ে ওঠার ইসলামী কল্পকাহিনী

লাইটহাউজ

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ শুক্রবার দৈনিক যুগান্তরের ইসলামী পাতায় একটি লেখা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যার লেখক হাবিবুর রহমান সরকার। লেখক মহানবীর চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার কাহিনী বর্ণনা করতে যেয়ে এক পর্যায়ে দাবি করেছেন ১৯৬৯ সালে (হাবিবুর রহমান লিখেছেন ১৯৬৭ সালে) প্রথম চন্দ্রে অবতরনকারী নীল আর্মস্ট্রং চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফাটল দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন -

মকায় থাকা অবস্থায় আবু জাহিলসহ অন্য কাফির মুশরিকরা নবী করিম (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, যদি আপনি আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন তবে নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখান। রাসূল (সা.) বললেন, যদি এই মু'জিয়া দেখাই তবে কি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করবে? তারা বলল, হ্যাঁ আমরা ইসলাম গ্রহণ করব। রাসূল (সা.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে স্বীয় পবিত্র আঙুল দ্বারা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করলেন। অর্থাৎ রাসূলের শাহাদাত আঙুল দ্বারা ইশারা করতেই (পূর্ণিমার রাতে) চাঁদের একখণ্ড আবিবুবাঈস পাহাড়ে আর অন্য একটি খণ্ড কাইকাআন পাহাড়ে পতিত হয়। আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী পরিমাণ সময় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় ছিল।

এই দৃশ্য মক্কার কাফির মুশরিকরা স্বচক্ষে দেখেও ঈমান আনার পরিবর্তে বলল, 'মুহাম্মদ তোমার জাদু দেখি আসমানেও চলে।' (নাউজুবিল্লাহ) তাদের ধারণা ছিল জাদু যেহেতু জমিনে চলে এবং আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে কোন জাদু চলে না, তাই মহানবী (সা.)-কে অযোধ্য প্রমাণ করার জন্য এবং তাদের হাস্যরসের পাত্র বানাতে আলোচ্য ঘটনার উদ্ভব ঘটায়। কোরআনুল কারিমের সূরাতুল 'কামার' এর মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এত বড় বিশাল চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অলৌকিক দৃশ্য দেখে তৎকালীন কাফির মুশরিকরা ঈমান গ্রহণ না করলেও আজ দেড় সহস্র বছর পর হলেও গত ১৯৬৭ সালে এক মার্কিন নভোচারী নীল আর্মস্ট্রং নভোযানে গিয়ে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ফাটল দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

১৯৬৭ না হয় ১৯৬৯ হল কিন্তু এখন প্রশ্ন হল নীল আর্মস্ট্রং কি সত্যিই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? এর উত্তর অবশ্যই 'না', আর্মস্ট্রং-এর মুসলিম হবার কাহিনী সম্পূর্ণ একটি গুজব। মুসলিম ধর্মব্যবসায়ীদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন তাদের অন্তঃসারশূণ্য গর্বের নিকৃষ্টতম উদাহরণ এটি।

এই গুজবের ডালপালা ছড়াল যেভাবে

এই কাহিনীর দু'টি ভাঙ্গন পাওয়া যায়।

প্রথম কাহিনী: আর্মস্ট্রং যখন চাঁদের মাটিতে হাঁটছিলেন তখন এক অচেনা ভাষায় অদ্ভুত সুরে তিনি কিছু শব্দমালা শুনতে পান। সেই শব্দমালা সেই সময় তার বোধগম্য হয়নি। পরবর্তীতে পৃথিবীতে ফেরার পর তিনি ইজিপ্টে যান এবং সেখানে আযানের ধ্বনি শোনেন। তিনি বলেন, “আমি যখন চাঁদে গিয়েছিলাম তখন এরকমই কিছু শুনতে পেয়েছিলাম”। তখন তার ইজিপ্সিয়ান বন্ধু এটিকে আযানের ধ্বনি নিশ্চিত করলে তিনি তাম্রাফনা[ইসলাম গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় কাহিনী: আর্মস্ট্রং যখন চাঁদের মাটিতে তথ্যানুসন্ধান করছিলেন তখন তিনি চাঁদের মাটিতে এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটি লম্বা দীর্ঘ ফাটল দেখতে পান। এই ফাটলের সাথে তিনি তিনি মুহাম্মদের চাঁদ দ্বিখন্ডিত করার কাহিনীর যোগসূত্র খুঁজে পান। চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়ার কথা পবিত্র কোরাণের সূরা আল-ক্বামারে বর্ণিত হয়েছে এভাবে¹ -

‘... চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদুাতারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিরীকৃত হয়। ...’

মুহাম্মদের চাঁদ দ্বিখন্ডিত করার কাহিনীর চাক্ষুস প্রমাণ পেয়ে আর্মস্ট্রং নাকি তড়িঘড়ি করে দেশে ফিরে এসে দেরি করেননি, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

এই গুজবের অসারতার পক্ষে কিছু প্রমাণ

প্রথম কাহিনীটি প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, চাঁদে যদি কেউ আজান দিয়েও থাকে তা স্বাভাবিকভাবে আর্মস্ট্রং-এর শোনার কথা নয়, কারণ চাঁদে কোন বাতাস নেই। বাতাস নেই বলেই চাঁদের বুকে এস্ট্রোনটেরা একে অন্যের সাথে যোগাযোগের জন্য বেতার তরংগ ব্যবহার করেন। মাধ্যমবিহীন জায়গায় যে আজানের ধ্বনি স্বাভাবিক পন্থায় পৃথিবীর মত নভোচারীদের কানে এসে পৌঁছবার কথা নয়, তা বোধ হয় ইসলামী চিন্তাবিদেদেরা বুঝে উঠতে পারেননি। তাই তারা ভেবেছেন, আজানের সুমধুর ধ্বনি যেভাবে বাতাসে ভেসে ভেসে আমাদের কানে পৌঁছয়, ঠিক সেভাবে চাঁদে নামার পর আর্মস্ট্রং-এর কানেও পৌঁছিয়েছিলো। বিজ্ঞান না জেনে বিকৃত করার ফল আর কি বেশি হবে!

আর দ্বিতীয় কাহিনীটি শুনে মনে হয়, যারা এই গল্পটি ছড়িয়েছিলেন, তাদের চাঁদের আকার-আয়তন সম্বন্ধে কোন বাস্তব ধারণা নেই। প্রায় চল্লিশ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটারের ওই বিশাল জায়গার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনায় অবতরণ করে আর্মস্ট্রং একেবারে চাঁদের ফাটলের মধ্যেই গিয়ে পড়লেন? নজরুলের লিচু চুরি কবিতাটির মত - *পড়বি তো পড় মালির ঘারে!* আর্মস্ট্রং সাহেব সম্ভবতঃ নজরুলের লিচু চুরি পড়েননি, তারপরও নভোযান নিয়ে যাত্রা করে

¹ এছাড়া, বিভিন্ন হাদিসে মুহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায় এভাবে-

Narrated Anas bin Malik: "The people of Mecca asked Allah's Apostle to show them a miracle. So he showed them the moon split in two halves between which they saw the Hiram' mountain. (Translation of Sahih Bukhari, Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar), Volume 5, Book 58, Number 208)"

Narrated 'Abdullah: "The moon was split (into two pieces) while we were with the Prophet in Mina. He said, "Be witnesses." Then a Piece of the moon went towards the mountain. (Translation of Sahih Bukhari, Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar), Volume 5, Book 58, Number 209)" ইত্যাদি।

পড়বি তো পড় - ঠিক ঠিক গিয়ে পড়লেন চাঁদের ফাটায়! এ নিয়ে কিছু বলাটাই বোকানী। চাঁদের ভূমির ছবিগুলোর কোথাওই কিন্তু চাঁদকে সেরকম আগা-গোড়া বাংগি-ফাটা মনে হয়নি। এবার আমরা অথেন্টিক কিছু ডকুমেন্টের সাহায্যে দেখাবো চাঁদে আজান শুনে কিংবা ফাটল দেখে আর্মস্ট্রং-এর মুসলিম হবার কাহিনী সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(১) নীচের বার্তাটি ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট হতে ইসলামিক বিশ্বের সকল দূতাবাসগুলোতে প্রেরিত হয়েছিল। মূল কপির ফটোকপি দেখা যাবে [এখানে](#)।

P 04085 0Z MAR 83 ZEX

FM SECSTATE WASHDC

TO ALL DIPLOMATIC AND CONSULAR POSTS PRIORITY

BI

UNCLAS STATE 056309

FOLLOWING REPEAT SENT ACTION ALL EAST ASIAN AND PACIFIC
DIPLOMATIC POSTS DID MAR 02.

QUOTE: UNCLAS STATE 056309

E.O. 12356: N/A

TAGS: PREL, PGOV, US, ID

SUBJECT: ALLEGED CONVERSION OF ENIL ARMSTRONG TO
ISLAM

REF: JAKARTA 3081 AND 2374 (NOT ..)

1. Former astronaut Neil Armstrong, now in private business, has been the subject of press reports in Egypt, Malaysia and Indonesia (and perhaps elsewhere) alleging his conversion to Islam during his landing on the moon in 1969. As a result of such reports, Armstrong has received communications from individuals and religious organizations, and a feeler from at least one government, about his possible participation in Islamic activities.

2. While stressing his strong desire not to offend anyone or show disrespect for any religion, Armstrong has advised department that **reports of his conversion**

to Islam are inaccurate.

3. If post receive queries on this matter, Armstrong requests that they politely but firmly inform querying party that **he has not converted to Islam and has no current plans or desire to travel overseas to participate in Islamic religious activities.**

(২) এশিয়ান রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক ফিল পার্শাল এর কাছে নীল আর্মস্ট্রং এর পক্ষে এডমিনিস্ট্রেটিভ এইড এর ভিভিয়ান হোয়াইট এর পাঠানো চিঠি।

NEIL A. ARMSTRONG

LEBANON, OHIO 45036

July 14, 1983

Mr. Phil Parshall

Director, Asian Research Center

International Christian

Fellowship 29524 Bobrich

Livonia, Michigan 48152

Dear Mr. Parshall:

Mr. Armstrong has asked me to reply to your letter and to thank you for the courtesy of your inquiry. **The reports of his conversion to Islam and of hearing the voice of Adzan on the moon and elsewhere are all untrue.**

Several publications in Malaysia, Indonesia and other countries have published these reports without verification. We apologize for any inconvenience that this incompetent journalism may have caused you.

Subsequently, Mr. Armstrong agreed to participate in a telephone interview, reiterating his reaction to these stories. I am enclosing copies of the United States State Department's communications prior to and after that interview.

Sincerely

Vivian White

Administrative Aide

(৩) জার্নাল এরাবিয়া, দ্য ইসলামিক ওয়ার্ল্ড রিভিউ, ইস্যু জুন ১৯৮৫/রমজান ১৪০৫, পৃষ্ঠা ৫ এ সম্পাদকের কাছে প্রেরিত এই চিঠিটি প্রকাশিত হয় -

A MUSLIM OVER THE MOON?

"Arabia" is by far the superior newsmagazine regarding what is going on in the Muslim world today. Your reporting is extremely thorough and seeks to be as objective as possible. Your willingness to criticize political policies as well as religious happenings in the Muslim world is refreshing. As an American I would feel your slant on the West is basically fair. It would be most helpful if you would dispel a misconception prevalent in almost all Muslim countries. From Morocco to the Philippines it is commonly believed that Neil Armstrong heard the Azan on the moon, converted to Islam and is now engaged in the full-time propagation of the Muslim faith.

The US State Department has issued a memo saying that the story about Armstrong's conversion was untrue. The memo said "While stressing his strong desire not to offend anyone or show disrespect for any religion, Armstrong has advised department that reports of his conversion to Islam are inaccurate." The memo further says, "if post receives queries on this matter, Armstrong requests that they politely but firmly inform querying party that **he has not converted to Islam** and has no current plans or desires to travel overseas to participate in Islamic religious activities."

N.B. The memo was sent to all our diplomatic and consular posts.

Dr Phil Parshall

Director, Asian Research Centre Manila, Philippines

(৪) ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর ৬ তারিখে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত “গ্লোবাল লিডারশিপ ফোরাম” এ নীল আর্মস্ট্রং অংশগ্রহণ করেন। মালয়েশিয়ার সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজী দৈনিক “স্টার মালয়েশিয়া” তখন তার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে যা প্রকাশিত হয় ৭ ই সেপ্টেম্বর তারিখে। সেই সাক্ষাৎকারের একটি বাক্য ছিল নিম্নরূপ:

“Armstrong, 75, also denied he had heard the Muslim call to prayer on the moon and had converted to Islam”.

শেষ কথা

এখন নিশ্চয়ই মনে প্রশ্ন উঠবে, যদি নীল আর্মস্ট্রং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে থাকেন তবে কারা এ গুজব ছড়াল? তাদের উদ্দেশ্য কি? সম্ভবত একজন আমেরিকান কাফেরের চাঁদের পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করে দেওয়ার ক্ষত ঐসব ইসলামী ধর্মব্যবসায়ীরা ভুলতে পারেনি। তারই ক্ষতিপূরণ তারা করতে চাইছে নীল আর্মস্ট্রং কে মুসলিম প্রতীয়মান করার মাধ্যমে। ধর্ম ব্যবসা চাঙ্গা রাখার জন্যই তাদের এই নির্লজ্জ দাবি “চাঁদের বুকে প্রথম পা রেখেছে একজন মুসলমান”।

লাইটহাউজ/

তথ্যসূত্র :

(১) <http://ourislamonline.tripod.com/neilstatementdepptt.htm>

(২) http://www.wikiislam.com/wiki/Neil_Armstrong

(৩) <http://www.answering-islam.org/Hoaxes/neil.html>

(৪)

<http://www.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2005/9/7/nation/11971532&sec=nation>

লাইট হাউজ, ইন্টারনেটের বিভিন্ন বাংলা ফোরামে লিখে থাকেন। ইমেইল -
lighthouse12321@yahoo.com